দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ FEB 23 2000 পৃঃ ৭ কঃ ২

যথোপযুক্ত মর্যাদায় অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ যথোপযুক্ত মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সারাদেশে গত সোমবার অমর একুশে, মহান শহীদ দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। এবারই প্রথম এই মহান ভাষাদিবসটি বাংলাদেশের বাইরে বিশ্বের ১৯১টি দেশে গুরুত্বের সাথে পালিত হয়েছে। গত বছর অমর একুশেকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক মৃতভাষা দিবসের মর্যাদা দেয়ায় এবার দেশে-বিদেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে একুশে ফেব্রুয়ারী উদযাপিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপটে এবার অমর একুশে সর্বত্র নতুন ব্যঞ্জনায় সর্বোচ্চ সম্মান-মর্যাদা ও বিশেষ তাৎপর্যের মধ্যে অধিক বর্ণময় হয়ে ওঠে। মহান ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকাসহ সারাদেশে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রথম প্রহর থেকে সারাদিন শহীদ মিনারে আবেগাপ্লুত লাখো মানুষ পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং আলোচনাসভা, সেমিনার, কবিতা আবৃত্তি, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সারাদিনই সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক সমাগম ঘটে। ভালোবাসার ফুলে ফুলে তারা ঢেকে দেয় শহীদ মিনার। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে জীবন দানকারী বাহান্নের মহান ভাষা শহীদদের তারা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় অমর একুশের চেতনায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুসহ অশিক্ষার অভিশাপ, ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও সন্ত্রাসমুক্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তাগণ মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাহাদাৎ বরণকারী সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত, শফিউরসহ নাম না জানা শহীদদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী শক্তির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র যে কোন মূল্যে প্রতিহত করার শপথ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অমর একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীর পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানান। এ সময় ভাবগম্ভীর পরিবেশে মাইকে অমর একুশের সূচনা সঙ্গীত বাজতে থাকে।

একুশের প্রথম প্রহরে জাতীয় সংসদের স্পীকার, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রধানগণ, ঢাকার ভারপ্রাপ্ত মেয়র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি শহীদ মিনারে পৃথক পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকার জেলা প্রশাসন, ঘাতক-দালাল নির্মূল পরিষদ, ভাষা সৈনিকবৃন্দও এসময় পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তবে সকল ভাষা সৈনিককে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি এবং বর্তমান সরকারের সাথে ৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভিন্নমতাবলম্বীদের জন্য সেখানে কোন নিরাপত্তা ছিল না।

রাত সাড়ে ১২টার পরে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী স্থান ত্যাগ করলে এবং পুলিশ ও বিশেষ নিরাপত্তা বেষ্টনী তুলে নিলে আশপাশে অপেক্ষমাণ হাজার হাজার আবেগাকুল মানুষ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত ছুটে যায় শহীদ মিনারে। দলে দলে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের অমর সেনানী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণ করেন প্রাণ উজাড় করা শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। নগ্নপায়ে প্রভাতফেরীর মিছিল নিয়ে জনতা ছুটে যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। অপরদিকে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য শহীদ মিনারেও একইভাবে আবেগাপ্লুত জনতা দলে দলে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ সময় সবার কণ্ঠে ছিল সেই স্মৃতি জাগানিয়া মর্মস্পর্শী গান– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি।' একুশের শোক-বেদনা; গৌরব-উজ্জীবনীতে আলোড়িত জনতা আজিমপুর গোরস্থানে গিয়েও ভাষা শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ছিল সরকারী ছুটির দিন। এ উপলক্ষে সরকারী-বেসরকারী ভবনসহ সারাদেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দলীয় কার্যালয়ে স্ব স্ব দলীয় পতাকাও অর্ধনমিত রাখে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, ফাতিহা পাঠ ও মোনাজাত ছাড়াও নানা স্থানে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, পথনাটক ও বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংবাদপত্রগুলো দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশ করে এবং রেডিও-টেলিভিশন প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। বিদেশের বাংলাদেশ মিশনগুলোতেও এ দিনটি যথাযথভাবে পালন করা হয়।

একুশের প্রথম প্রহর থেকে সোমবার অপরাহ্ন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের কর্মসূচী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় একুশে উদযাপন কমিটি তত্ত্বাবধান করে। বিটিভি প্রথম প্রহর ও সকালের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে।

একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনার, বাংলা ... ও মর্যাদার হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমী আবৃত্তি, সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় রমনা বটমূলে বিকেলে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতীয় জাদুঘরও বর্ণমালা প্রদর্শনী ও ভাষাসৈনিকদের সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে। ডাক বিভাগ বের করে স্মারক ডাকটিকিট। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের উদ্যোগে দিনব্যাপী নানা স্থানে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভাষাপ্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকেল থেকে বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে বিরচিত কবিতা পাঠ, উন্মুক্ত নাটক এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নগরীর প্রধান প্রধান সড়কে ট্রাকে ট্রাকে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতেরও আসর বসে।

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রহরের পর থেকে যেসব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তারা হল– জাতীয়তাবাদী দল, যুবদল, ছাত্রদল, কৃষক দল, স্বেচ্ছাসেবী দল, জাসাস, আওয়ামী ...

সমর্থকগোষ্ঠী, সড়ক পরিবহন ইউনিয়ন, খ্রীষ্টান লীগ, জাতীয় গণফ্রন্ট, শিশু একাডেমী, গণগ্রন্থাগার, আবাহনী

সমর্থকগোষ্ঠী, খেলাঘর আসর, চ্যানেল আই, স্বাধীনতা পার্টি, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল, কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম সমিতি, চাঁদের হাট, চারুশিল্পী সংসদ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ১১ দল, কেন্দ্রীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ, গারো ছাত্র সংগঠন, আনসার ও ভিডিপি, বৃহত্তর ফরিদপুর ঐক্যপরিষদ, ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার স্মৃতি পরিষদ ও পরিবারবর্গ, শহীদ বরকত পরিবার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, সন্ধানী, ঢাকাবাসী, মনিপুরী সম্প্রদায়, বুয়েট, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, জাতীয় মহিলা সংস্থা, জাতীয় মহিলা পার্টি, সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদ, জাতীয়তাবাদী

মহিলা দল, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল, এশিয়াটিক সোসাইটি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাই কোর্টের বিচারপতিগণ, ঋষিজ, রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, ডিপ্লোমা নার্সেস এসোসিয়েশন, ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, রাজশাহী